গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শিল্প ও শক্তি সেক্টর
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

পরিদর্শন প্রতিবেদন
(চলমান কারিগরি সহায়তা প্রকল্প)

পরিদর্শনের তারিখ ঃ ০৫/০৪/১৫
পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ঃ মুহাম্মদ কামাল হোসেন তালুকদার, উপ-পরিচালক (বিদ্যুৎ)

১। **প্রকল্পের নাম** ঃ Sustainable Energy for Development (SED) (1st Revised)

২। **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ** ঃ বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খণিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** ঃ বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খণিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্প এলাকা** ঃ সমগ্র বাংলাদেশ

৫। **প্রাক্কলিত ব্যয়** ঃ (লক্ষ টাকায়)

	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
মূল টিপিপি অনুযায়ী	৬৬০৫.৬৬	৫৭২.৬৬	৬০৩৩.০০
১ম সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী	৮৭১১.০৫	১৫১.২৯	৮৫৫৯.৭৬

৬। **বাস্তবায়নকাল** ঃ

মূল	ঃ	০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১১
১ম সংশোধিত	ঃ	০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৩

৭। **প্রকল্প সাহায্যের উৎস** ঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান/দেশ	অর্থায়নের পরিমান	প্রকল্প সাহায্যের প্রকৃতি (ঋণ/অনুদান)
১।	BMZ, Germany	১১৫৭৫.০৮	অনুদান

৮। **উদ্দেশ্য** ঃ

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ এবং শহরতলী (আরবান) এলাকার গৃহস্থলি, খামার পর্যায়ে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প/ ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানে মার্কেট ওরিয়েনটেড এপ্রোচে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি সাশ্রয়ি প্রযুক্তি সরবরাহ এবং জ্বালানি ব্যবহারের সামর্থ্য বৃদ্ধিকরণ।

৯। **পটভূমি** ঃ

প্রতিবেশী দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশের জ্বালানির অবকাঠামো তুলনামূলকভাবে অনুন্নত। মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহার কম যা মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার ৩৪৮ কিলোওয়াট আওয়ার (উৎস ঃ পাওয়ার সেল,

বিদ্যুৎ বিভাগ)। অধিকাংশ গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। মোট জনসংখ্যার ৬৩% বর্তমানে বিদ্যুৎ সুবিধা এবং জনসংখ্যার প্রায় ৬% লোক প্রাকৃতিক গ্যাসের সুবিধা পাচ্ছে (উৎসঃ পাওয়ার সেল, বিদ্যুৎ বিভাগ) দেশের অর্ধেক জ্বালানি পাওয়া যায় অবাণিজ্যিক উৎস যেমন- খড়, পশুপাখির বিষ্টা এবং জ্বালানি কাঠ থেকে। জ্বালানি হিসেবে বায়োমাস ইতিমধ্যে রিজেনারেটিভ লিমিট অতিক্রম করেছে যা পল্লী এলাকায় পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি করবে। মোট জ্বালানি ব্যবহারের মধ্যে নবায়ণযোগ্য জ্বালানি বায়োগ্যাসের ব্যবহার খুবই সামান্য।

এছাড়াও জ্বালানি স্বল্পতার কারণে গ্রামীণ জনগণ সম্ভাব্য উন্নয়ন সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে না; শিল্প ও সেবা খাত বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। তাই এ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচলিত জ্বালানি শক্তির উৎস এবং নবায়ণযোগ্য জ্বালানি উৎসের উন্নয়নসহ জ্বালানি সাশ্রয়ের নিমিত্ত সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রচলিত জ্বালানি শক্তির এবং নবায়ণযোগ্য জ্বালনি উৎসের উন্নয়নসহ জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

১০। **প্রকল্প অনুমোদনের অবস্থা**ঃ

Sustainable Energy for Development (SED) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি জানুয়ারি, ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে সমাপ্ত করতে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৫/০২/২০০৯ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে ০৮/০৪/২০১২ইং তারিখে ১ম বার সংশোধিত হয় যার বাস্তবায়ন মেয়াদ ছিল জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৩ পর্যন্ত।

১১। **প্রকল্পটির সংশোধন/সম্প্রসারণের কারণ ঃ**

গত নভেম্বর ২০১২ মাসে জার্মান সরকার Sustainable Energy for Development কর্মসূচীর বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য একটি মিশন বাংলাদেশে পাঠায়। এ মিশন বিভিন্ন Sakeholders এবং টার্গেট গ্রুপের সদস্যের সাথে আলোচনা করে প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম মূল্যায়ন করে ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য সুপারিশ করেন। এ প্রেক্ষিতে জার্মান Ministry of Economic Corporation & Development of the Federal Republic of Germany (BMZ) ৩ মিলিয়ন ইউরো এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রদানে সম্মত হয়েছে এবং জার্মানির অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন মন্ত্রণালয় অফিসিয়ালি এই কর্মসূচীর মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। এছাড়াও ২০১৪ সালে জার্মান সরকারের আরেকটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করে প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক হওয়ায় এবং আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম সমূহকে Sustainable করার জন্য আরো অতিরিক্ত ৬ মিলিয়ন ইউরো অনুদান হিসেবে প্রদানের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করেন। বর্তমানে উক্ত অর্থ প্রাপ্তির কার্যক্রম চলছে।

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ঃ**

টেকসই ও নবায়ণযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য জনাব সিদ্দিক জোবায়ের আলোচ্য প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন।

১৩। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ**

বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০৬৮৯.২১ লক্ষ টাকা (৮৯.৮০%) এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯০%। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পরিশিষ্ট-'ক'তে দেয়া হলো।

১৪। **প্রকল্প পরিদর্শন ঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটি আইএমইডি'র শিল্প ও শক্তি সেক্টরের উপ-পরিচালক মুহাম্মদ কামাল হোসেন তালুকদার গত ০৫-০৪-২০১৫ তারিখে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে পরিচালকসহ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

১৫। **প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যাবলী নিম্নরূপ ঃ**

(ক) দেশের সকল বিভাগের অফ গ্রিড এলাকাতে সোলার হোম সিস্টেম নির্মাণ;
(খ) পাইলট ভিত্তিতে সোলার Pico PV/Lantern বিতরণ;
(গ) CFL বাল্ব এন্ড ব্যালান্ট টেস্টিং এর জন্য বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনষ্টিটিউট এর ক্ষমতা বৃদ্ধি;
(ঘ) ১১০ মে:ও: খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পুনর্বাসনের সহায়তা করা;
(ঙ) দেশের সকল বিভাগে ৮.৭৫ লক্ষ উন্নত রান্নার চুলা নির্মাণ;
(চ) ১২০০টি উন্নত রান্নার চুলা পাইলট ভিত্তিতে বিতরণ;
(ছ) ১৭০০টি ৬ কি:মি: এর উর্ধ্বে বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ;
(জ) বায়ো গ্যাসভিত্তিক ৬৯টি বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ;
(ঝ) ৬০টি উন্নত মানের ধান সিদ্ধকরণ চুলা নির্মাণ।

১৬। **ক্রয়-প্রক্রিয়া ঃ** আলোচ্য প্রকল্পের প্রকল্প সহায়তার ১০৬২৩.৬৬ লক্ষ টাকা টিপিপি-তে উল্লেখিত দাতা সংস্থার নিজস্ব গাইড লাইন অনুযায়ী খরচ করা হচ্ছে। প্রকল্পের জিওবি'র ৬৫.৫৫ লক্ষ টাকা (০.৬%) সিডি/ভ্যাট, অফিস ভাড়া, টেলিফোন বিল বাবদ খরচ হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দাতা সংস্থা কর্তৃক অফিস ভাড়া এবং আনুসংগিক ব্যয় নির্বাহ করা হয়। উল্লেখ্য যে, দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অফিস ভাড়া বাবদ প্রতিমাসে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। উল্লেখিত প্রকল্পে জিওবি'র বরাদ্দ সামান্য হওয়ায় ২০১১ সাল পর্যন্ত অফিস ভাড়া হিসেবে প্রতি মাসে ১.০০ লক্ষ টাকা জিওবি উৎস হতে প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট জিওবি টাকা, সিডি ভ্যাট ও টেলিফোন বিল বাবদ খরচ হওয়ায় জিওবি বরাদ্দে ক্রয়ের নিমিত্ত জন্য কোন দরপত্র আহ্বান করতে হয়নি।

১৭। **বাস্তবায়ন সমস্যা ঃ**

১৭.১। আলোচ্য প্রকল্পের ২য় সংশোধনী এখনো অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক হওয়ায় দাতা সংস্থা অনুদান হিসেবে এ প্রকল্পের অতিরিক্ত ৬ লক্ষ ইউরো প্রদানে সম্মত হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের ২য় সংশোধনী বর্তমানে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

১৭.২। প্রকল্পটি বারংবার সংশোধনের কারণে একদিকে যেমন ব্যয় বাড়ছে অন্যদিকে প্রকল্প হতে সুফল পেতে বিলম্ব হচ্ছে।

১৮। **সুপারিশ ঃ**

১৮.০১। বিদ্যুৎ বিভাগ দ্রুত সময়ের মধ্যে টিপিপির ২য় সংশোধনী অনুমোদনের ব্যবস্থা করবে।

১৮.০২। আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অর্জন ভবিষ্যতে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে টেকসই ও নবায়ণযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে।

১৮.০৩। প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে নিয়মিত আইএমই বিভাগের প্রেরণ করতে হবে।

১৮.০৪। সঠিক সময়ে প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ সার্বক্ষনিক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করবে।

১৮.০৫। মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ করবে।

১৮.০৬। (১৬.০১-১৬.০৫) অনুচ্ছেদে বর্ণিত কার্যক্রমের উপর গৃহিত ব্যবস্থাবলী আগামী এক মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করবে।

১২/০৫/১৮

মুহাম্মদ কামাল হোসেন তালুকদার
উপ-পরিচালক